পরিবেশ অধিদপ্তর

তথ্যপত্র

পরিবেশ অধিদপ্তর : তথ্যপত্র

পরিবেশ অধিদপ্তর

তথ্যপত্র

ঢাকা, জুলাই ২০১৫

উপদেষ্টা:
মোঃ রইছউল আলম মন্ডল
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
পরিবেশ অধিদপ্তর

প্রধান সম্পাদক:
মুহম্মদ মউদুদউর রশীদ সফদার
পরিচালক (যুগ্মসচিব)
পরিবেশ অধিদপ্তর

সম্পাদক:
একেএম রফিকুল ইসলাম
উপপরিচালক
পরিবেশ অধিদপ্তর

পরিবেশ অধিদপ্তর

প্রকাশক :
মহাপরিচালক
পরিবেশ অধিদপ্তর
ই/১৬, আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ওয়েব সাইট: www.doe.gov.bd
ইমেইল: dg@doe.gov.bd
ফেইসবুক: facebook.com/doebd

প্রথম প্রচ্ছদ: *"প্রাণবৈচিত্র"*, জলরঙ, সৈয়দ আবরার বিন কায়েস (৫)
বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০১৪ উপলক্ষে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা

শেষ প্রচ্ছদ: *"আবহমান গ্রামের উচ্ছল জীবন"*, জলরঙ, রাহাত ইবনে হাসান (১৪)
বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০১১ উপলক্ষে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা

মুদ্রাঙ্কন:
মোঃ আঃ শহীদ খান

অলঙ্করণ ও মুদ্রণ:
SPECTRUM advertising limited

© জুলাই ২০১৫, পরিবেশ অধিদপ্তর

সূচনা

পরিবেশ অধিদপ্তরের মূল দায়িত্ব বর্তমান ও আগামী প্রজন্মের জন্য পরিবেশের সুরক্ষা নিশ্চিত করা। দেশের সর্বোচ্চ বিধানমূলে পরিবেশ অধিদপ্তরের উপর এ দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৮ক অনুচ্ছেদে স্পষ্টতঃ বর্ণিত হয়েছে: **"রাষ্ট্র বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নাগরিকদের জন্য পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন করিবেন এবং প্রাকৃতিক সম্পদ, জীববৈচিত্র্য, জলাভূমি, বন ও বন্যপ্রাণীর সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা বিধান করিবেন।"** সংবিধানের এ অনুচ্ছেদ রাষ্ট্রপরিচালনার মৌল নীতিমালায় সন্নিবেশিত **"জীবনের অধিকার"** এবং পরিবেশ রক্ষার বিভিন্ন প্রয়োজনে দেশে বিদ্যমান দুই শতাধিক আইনের তাৎপর্য বহন করছে।

পরিবেশের বিভিন্ন প্রসঙ্গ ও অনুষঙ্গ নিয়ে রচিত দেশের সবচেয়ে ব্যাপক-ভিত্তিক আইন **বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫**। এ আইনটি প্রণয়ন করা হয়েছে "পরিবেশ সংরক্ষণ, পরিবেশগত মান উন্নয়ন ও পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও প্রশমন"-এর গুরুত্ব ও অপরিহার্যতা বিবেচনায়। আইনটি একদিকে নাগরিকদের পরিবেশগত অধিকার ও দায়িত্ব নির্দেশ করেছে, অন্যদিকে আইনটির পরিপালন নিশ্চিতকরণের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের উপর অর্পণ করেছে প্রহরীর (Steward) ভূমিকা। এ আইন অনুযায়ী পরিবেশগত সংকট মোকাবিলা এবং এ নিরিখে যথাবিহিত পদক্ষেপ গ্রহণ মহাপরিচালকের গুরু দায়িত্ব। জাতীয় পরিবেশ কমিটি ও জাতীয় পরিবেশ কমিটির নির্বাহী কমিটির নির্দেশনায় মহাপরিচালক তাঁর উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করে থাকেন।

বাংলাদেশ এখন অভাবিত পরিবেশগত সংকটের মুখোমুখি। এ সংকট অনেক ঘটনা ও বিষয় পর্যন্ত বিস্তৃত। যেমন, ভূমিক্ষয় ও মাটির গুণগত মানের অবনতি, পানিদূষণ, জীববৈচিত্র্যের ক্ষয়ক্ষতি, বায়ুদূষণ, বর্জ্য ও ক্ষতিকর দ্রব্য সামগ্রীর অব্যবস্থাপনা, জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব। পরিবেশ অধিদপ্তর তথ্যের প্রচার ও প্রসার, সচেতনতা বৃদ্ধি ও উদ্বুদ্ধকরণ এবং উন্নয়ন সহযোগীদের সাথে যোগাযোগ ও মতবিনিময়ের মাধ্যমে পরিবেশের এ সংকট মোকাবিলায় সক্রিয় রয়েছে। পরিবেশ অধিদপ্তর দূষণ বিরোধী অভিযান পরিচালনা এবং ক্ষতিপূরণ আরোপ ও আদায়, এমনকি আদালতে মামলা রুজু করে আইনভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে প্রতিকার প্রার্থনা করছে।

পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের অচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে পরিবেশ অধিদপ্তর বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ঐক্যমত্য, চুক্তি, আইন, সমঝোতা, রীতিনীতি ও অনুশাসনের অপরিহার্য পক্ষ। এ অধিদপ্তর পরিবেশ বিপর্যয়ের আশংকায় পূর্ব সতর্কতামূলক নীতি (precautionary principle) অনুসরণ, দূষণকারীদের দায় পরিশোধের নীতি (polluters pay principle) এবং সাধারণ কিন্তু পৃথকীকৃত দায়-দায়িত্ব (Common but Differentiated Responsibility)-এর সপক্ষে বরাবরই প্রবল মত ও যুক্তি উপস্থাপন করে আসছে। পরিবেশ অধিদপ্তর জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক জাতিসংঘ ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন (United Nations Framework Convention on Climate Change) এবং আন্তর্জাতিক জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত বিভিন্ন ফোরামে দৃঢ় অবস্থান রক্ষা করে চলেছে। জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রশ্নে, যেমন: অভিযোজন, প্রশমন, অর্থায়ন, প্রযুক্তি উন্নয়ন ও হস্তান্তর, সক্ষমতা বৃদ্ধি, প্রভৃতি বিষয়েও পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনায় পরিবেশ অধিদপ্তর বিশেষ ভূমিকা পালন করে। বিশেষ করে, পরিবেশ অধিদপ্তর স্বল্পোন্নত ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোর স্বার্থ রক্ষায় সক্রিয় উদ্যোগ গ্রহণ করে থাকে।

পরিবেশ অধিদপ্তরের রূপকল্প (vision), অভিলক্ষ্য (mission), অর্পিত দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব (mandate) এবং প্রতিষ্ঠানটির আগামীর গতিপথ কি হবে তা নিয়েই রচিত এ তথ্যপত্র।

বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০১৪: উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

পরিবেশ অধিদপ্তরের অভ্যুদয়

বিভিন্ন ঘটনার ক্রমধারা অনুসরণ করে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের অধীন একটি অধিদপ্তর হিসেবে পরিবেশ অধিদপ্তর আত্মপ্রকাশ করেছে। পরিবেশ রক্ষা, এর মানোন্নয়ন এবং দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও প্রশমনের বিস্তৃত কর্মপরিধি নিয়ে সৃষ্ট এ প্রতিষ্ঠানটির অভ্যুদয়ের একটি বিশ্বজনীন প্রেক্ষাপট রয়েছে। ১৯৭২ সনে সুইডেনের স্টকহল্‌ম্ (Stockholm)-এ অনুষ্ঠিত মানব পরিবেশ সংক্রান্ত জাতিসংঘ সম্মেলনে গৃহীত "মানব পরিবেশ সংক্রান্ত ঘোষণার" (Declaration on the Human Environment) অনুসরণে বাংলাদেশ সরকার ১৯৭৩ সনে পানি দূষণ নিয়ন্ত্রণ অধ্যাদেশ জারী করেন। অতঃপর সরকার জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের অধীনে পানি দূষণ নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে একটি প্রকল্প গ্রহণ করেন। ২৭ জন কর্মী নিয়ে প্রকল্পটি কাজ শুরু করে। ১৯৭৭ সনে সরকার পরিকল্পনা কমিশনের একজন সদস্যকে প্রধান করে ১৬ সদস্য বিশিষ্ট পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ বোর্ড গঠন করেন। এবছরই সরকার একজন পরিচালককে প্রধান করে ২৬ জন কর্মী নিয়ে পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ সেল গঠন করেন। এভাবে ১৯৮৫ সনে পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের অনুবৃত্তিক্রমে গঠিত হয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৮৯ সনে এ অধিদপ্তর পুনর্গঠিত হয়। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের অধীনে সৃষ্ট এ অধিদপ্তরের নামকরণ হয় 'পরিবেশ অধিদপ্তর'। তখন থেকে এ অধিদপ্তরের কার্যক্রম তত্ত্বাবধান করেন একজন মহাপরিচালক।

সংগঠন

পরিবেশ অধিদপ্তর ঢাকায় অবস্থিত প্রধান কার্যালয়, ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, বগুড়া, বরিশাল ও সিলেটে অবস্থিত ছয়টি বিভাগীয়/আঞ্চলিক কার্যালয়, ঢাকা ও চট্টগ্রাম মহানগরীতে অবস্থিত দু'টি মহানগর কার্যালয় ও দু'টি গবেষণাগারের মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালনা করে। অধিদপ্তর ৪৬৮টি নতুন পদ সৃজনের মাধ্যমে এ যাবৎ ২১টি জেলায় কার্যালয় স্থাপন করেছে। এভাবে পরিবেশ অধিদপ্তরের বর্তমান জনবল ৭৩৫ জনে উন্নীত হয়েছে। দেশের বিদ্যমান পরিবেশগত সমস্যার ব্যাপকতা এবং অধিদপ্তরের কাজের মাত্রা বিবেচনায় এ জনবল নিতান্ত অপ্রতুল। এ প্রেক্ষিতে অধিদপ্তর সরকারের বিবেচনার জন্য ১৯৫৭ জনবলের নতুন একটি সাংগঠনিক কাঠামো উপস্থাপন করেছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক জাতীয় পরিবেশ পদক ২০১৪ প্রদান

পরিবেশ অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো

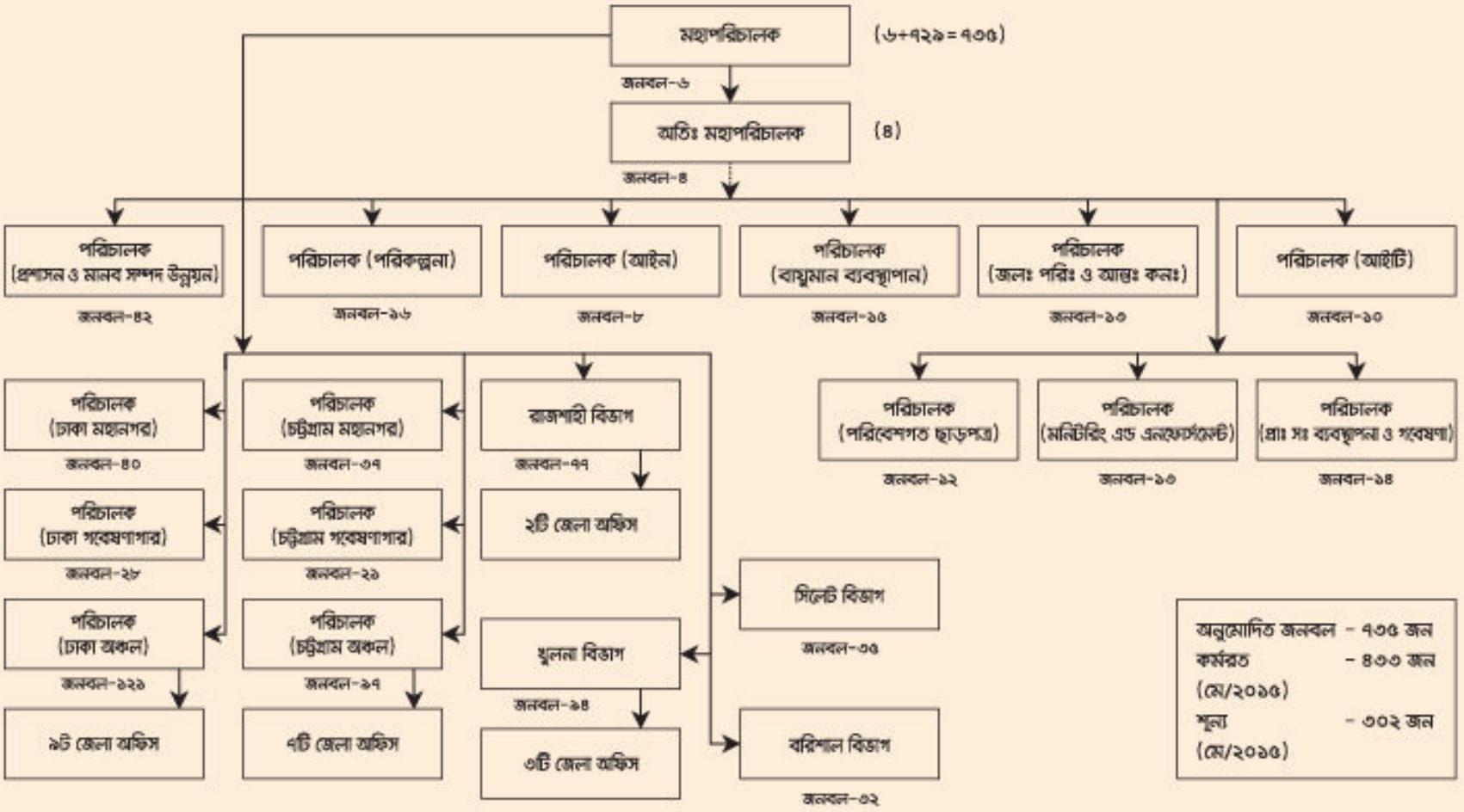

গুলশান-বনানী-বারিধারা লেক পুনরুজ্জীবনের লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বিশিষ্ট নাগরিকদের মধ্যে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ও উপমন্ত্রী

রূপকল্প (Vision)

২০২১ সালের মধ্যে বর্তমান ও আগামী প্রজন্মের জন্য দূষণমুক্ত ও বাসযোগ্য একটি সুস্থ, সুন্দর, টেকসই ও পরিবেশসম্মত বাংলাদেশ গড়ে তোলা।

অভিলক্ষ্য (Mission)

- বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য নিরাপদ পরিবেশ গড়ে তোলা
- পরিবেশ সংক্রান্ত আইন-কানুন ও বিধি-বিধান যথাযথ প্রয়োগ করা
- পরিবেশ সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা
- টেকসই উন্নয়ন ও পরিবেশ সুশাসন নিশ্চিত করা
- উন্নয়ন পরিকল্পনায় অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও পরিবেশ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা
- 'গ্রিন গ্রোথকে' উৎসাহিত করা

লেক পরিচ্ছন্নকরণ অভিযানে মাননীয় উপমন্ত্রী, বারিধারা লেক সাইড পার্ক

অর্পিত দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব (Mandate)

পরিবেশ অধিদপ্তরের দায়িত্ব ও কর্তৃত্বের উৎস নিম্নবর্ণিত নীতি, আইন ও বিধিমালা এবং পরিকল্পনা ও কর্মকৌশল:

- পরিবেশ নীতি, ১৯৯২
- বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫
- পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭
- পরিবেশ আদালত আইন, ২০১০
- ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্য (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০০৪
- জীববৈচিত্র্য সংক্রান্ত জাতীয় কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা, ২০০৬
- জাতীয় জীবনিরাপত্তা কর্ম-কাঠামো, ২০০৬
- শব্দদূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০০৬
- চিকিৎসা বর্জ্য (ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ) বিধিমালা, ২০০৮
- বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল ও কর্ম-পরিকল্পনা, ২০০৯
- বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য জাতীয় থ্রি-আর কর্ম-কৌশল, ২০১০
- বিপজ্জনক বর্জ্য ও জাহাজভাঙ্গার বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০১১
- জীবনিরাপত্তা বিধিমালা, ২০১২, এবং
- ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩।

পরিবেশ অধিদপ্তর এ সকল নীতিমালা ও বিধানাবলী ছাড়াও সহযোগী অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের কাজের সাথে জড়িত আরো বহুসংখ্যক নির্দেশাবলী প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে পরিপালন করে থাকে।

পরিচর্যার পর গুলশান-বনানী-বারিধারা লেকের একাংশ

পরিবেশ অধিদপ্তরের কার্যক্রম

দেশের প্রকৃতি ও প্রতিবেশ (Ecosystems) সংরক্ষণের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ পরিবেশ অধিদপ্তরের অন্যতম প্রধান কাজ। এ উদ্দেশ্যে আইনের প্রয়োগ নিশ্চিত করা এবং জনগণকে আইনের বিধি-নিষেধ পালনে অভ্যস্ত করে তোলাও এ অধিদপ্তরের অন্যতম দায়িত্ব। এ অধিদপ্তরের বিভিন্ন দায়িত্বের মধ্যে দূষণ নিয়ন্ত্রণ, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, জীবনিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ ও পরিবেশ সুরক্ষায় জনসচেতনতা বৃদ্ধিকরণ উল্লেখযোগ্য। পরিবেশ অধিদপ্তরের বহুমাত্রিক কাজের কিছু উদাহরণ নিম্নরূপ:

পানিদূষণ নিয়ন্ত্রণ

পরিবেশ অধিদপ্তর ১৯৭৩ সাল থেকে ভূপৃষ্ঠস্থ পানির মান মনিটরিং করছে। প্রধান মনিটরিং প্যারামিটারগুলো হল: pH, Disolve Oxygen (DO), Biochemical Oxygen Demand (BOD), Chemical Oxygen Demand (COD), Suspended Solid (SS), Total desolve Solid (TDS), Electrical Conductivity (EC), Chloride, Turbidity এবং Total Alkalinity।

প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পানি ও মাটি দূষণ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে শিল্পকারখানার তরল বর্জ্য পরিশোধনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের নির্দেশনায় শিল্পকারখানায় তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (Effluent Treatment Plant, ETP) স্থাপন বাধ্যতামূলক।

সারাদেশের নদীর পানির গুণগত মানের তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে বছর ভিত্তিক Water Quality Report প্রকাশ করা হয়।

বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ

পরিবেশ অধিদপ্তর বায়ুমান ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। এ-কার্যক্রমের আওতায় সার্বক্ষণিক বায়ুমান মনিটরিং করা হচ্ছে। এয়ার কোয়ালিটি মনিটরিং নেটওয়ার্কের জন্য ডাটাবেইস তৈরি ও সংরক্ষণ এবং প্রাপ্ত তথ্যসমূহের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করা হয়। ঢাকায় ৩টি চট্টগ্রামে ২টি রাজশাহী খুলনা সিলেট নারায়ণগঞ্জ গাজিপুর ও বরিশালে ১টি করে মোট ১১টি সার্বক্ষণিক বায়ুমান পরিবীক্ষণ স্টেশন (Continuous Air Monitoring Station: CAMS স্থাপন করা হয়েছে। ক্যাম্‌সে সার্বক্ষণিকভাবে বিভিন্ন প্যারামিটারে বায়ুতে বিদ্যমান বিভিন্ন দূষক পরিমাপ করা হচ্ছে। ১১টি ক্যাম্‌সের মনিটরিং উপাত্ত ঢাকায় পরিবেশ অধিদপ্তরে স্থাপিত কেন্দ্রীয় সার্ভার সিস্টেমে অনলাইনে আপডেট করা হচ্ছে। এ-ছাড়া দেশের বড় শহরগুলোতে বায়ুদূষণ রোধকল্পে যানবাহনজনিত বায়ুদূষণের প্রভাব হ্রাস করার কার্যক্রম পরিচালিত হয়। পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক বায়ুদূষণকারী শিল্পপ্রতিষ্ঠান প্রকল্পের বায়ুদূষণের মাত্রা নিয়মিত পরিমাপ করা হয়।

দূষণকারী কারখানার বিরুদ্ধে অভিযান: পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপমন্ত্রীর নেতৃত্বে পরিবেশ অধিদপ্তরের এনফোর্সমেন্ট টীম

শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণ

শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য শব্দদূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা ২০০৬ জারি করা হয়েছে। শব্দদূষণ প্রতিরোধে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম:

- শিল্পকারখানা ও প্রকল্পের শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য পরামর্শ প্রদান এবং মনিটর করা
- শব্দদূষণ সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টি
- শব্দদূষণ সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় এবং বিভিন্ন স্মরণিকায় শব্দদূষণ সম্পর্কে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ
- এনফোর্সমেন্টের মাধ্যমে শব্দদূষণ বন্ধ করা এবং শব্দদূষণ সৃষ্টিকারীদের নিকট হতে ক্ষতিপূরণ আদায় করা

প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা

দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের পরিবেশসম্মত ব্যবস্থাপনার জন্য পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক সংশ্লিষ্টদের প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা হয়। দেশের প্রকৃতির উপর ক্ষতিকর কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণ ও জনসম্পদের (Common Properties) সুষ্ঠু তদারকির মাধ্যমে প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন এবং সময় সময় এ-বিষয়ে করণীয় সম্পর্কে সুপারিশ প্রণয়ন করা হয়। পরিবেশ সংক্রান্ত গবেষণা, সমীক্ষা ও জরিপ কাজের ফলাফল ও তথ্য ভিত্তিক ডাটাবেইস তৈরি ও সংরক্ষণ করা হয়। বিশেষ বিশেষ সমস্যা ও ইস্যু সম্পর্কে গবেষণা, সমীক্ষা ও জরিপ কাজ পরিচালনা করা হয়।

প্রতিবেশগত সঙ্কটাপন্ন এলাকা (ইসিএ) ব্যবস্থাপনা

দেশের প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণ ও পরিবেশগত মানোন্নয়ন এবং পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও প্রশমন এবং টেকসই পরিবেশ ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫ অনুসারে বিভিন্ন সময়ে নিম্নোক্ত এলাকাসমূহকে প্রতিবেশগত সঙ্কটাপন্ন এলাকা (Ecologically Critical Area সংক্ষেপে ECA/ইসিএ) হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে:

(১) সুন্দরবনের ১০ কিলোমিটার পেরিফেরি (২) কক্সবাজার-টেকনাফ সমুদ্রসৈকত (৩) সেন্টমার্টিন দ্বীপ (৪) সোনাদিয়া দ্বীপ (৫) হাকালুকি হাওর (৬) টাঙ্গুয়ার হাওর (৭) মারজাত বাওড় (৮) গুলশান-বারিধারা লেক (৯) বুড়িগঙ্গা নদী (১০) তুরাগ নদী (১১) বালু নদী (১২) শীতলক্ষ্যা নদী এবং (১৩) জাফলং-ডাউকি।

পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রতিবেশগত সঙ্কটাপন্ন এলাকাসমূহে ক্ষতিকর কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণ ও জনসম্পদের সুষ্ঠু তদারকির মাধ্যমে ইসিএ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন এবং সময় সময় এ-বিষয়ে করণীয় সম্পর্কে সুপারিশ প্রণয়ন করা হয়।

বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০১৫ উপলক্ষে অয়োজিত পরিবেশ বিতর্ক প্রতিযোগিতায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ও অয়োজকবর্গ

প্রতিবেশগত সঙ্কটাপন্ন এলাকা ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম হিসেবে প্রাকৃতিক সম্পদ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য সিলেট ও মৌলভীবাজার জেলার ৫টি উপজেলায় বিস্তৃত হাকালুকি হাওর এবং কক্সবাজার জেলার সেন্টমার্টিন দ্বীপ, কক্সবাজার-টেকনাফ সমুদ্রসৈকত ও সোনাদিয়া দ্বীপে কোস্টাল অ্যান্ড ওয়েটল্যান্ড বায়োডাইভারসিটি ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প (সিডব্লিউবিএমপি) বাস্তবায়ন করা হয়েছে। জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজনে বর্তমানে হাকালুকি হাওর এবং কক্সবাজার-টেকনাফ সমুদ্রসৈকত ও সোনাদিয়া দ্বীপ ইসিএ-তে কমিউনিটি বেইসড অ্যাডাপটেশন ইন দি ইকোলোজিক্যালি ক্রিটিক্যাল এরিয়াস থ্রু বায়োডাইভারসিটি কনজারভেশন অ্যান্ড সোশাল প্রটেকশন প্রজেক্ট (সিবিএ-ইসিএ প্রকল্প) বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

প্রতিবেশগত সঙ্কটাপন্ন এলাকা ব্যবস্থাপনাকে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের জনবল কাঠামোতে ইসিএ সংক্রান্ত পদ সন্নিবেশ করা হয়েছে। অতিরিক্ত মহাপরিচালককে আহবায়ক করে ইসিএ ম্যানেজমেন্ট সেল গঠন করা হয়েছে। ইসিএ ব্যবস্থাপনার জন্য পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের সচিব, জেলা প্রশাসক, উপজেলা নির্বাহী অফিসার এবং ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানকে আহবায়ক করে যথাক্রমে জাতীয় ইসিএ কমিটি, জেলা ইসিএ সমন্বয় কমিটি, উপজেলা ইসিএ কমিটি এবং ইউনিয়ন ইসিএ কমিটি গঠন করা হয়েছে। এ-ছাড়া ইসিএ ব্যবস্থাপনার জন্য স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণে গ্রাম পর্যায়ে গঠন করা হয়েছে গ্রাম সংরক্ষণ দল (Village Conservation Group, VCG)।

জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ

জীববৈচিত্র্য সনদ বা কনভেনশন অন বায়োলোজিক্যাল ডাইভারসিটি (সিবিডি)-এর অংশীদার হিসেবে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বাংলাদেশের অঙ্গীকার পরিপূরণে পরিবেশ অধিদপ্তর কাজ করে যাচ্ছে। জাতিসংঘ ঘোষিত জীববৈচিত্র্য কৌশলগত পরিকল্পনা ২০১১-২০২০-এর আলোকে জাতীয় পর্যায়ে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণের লক্ষ্যে ন্যাশনাল বায়োডাইভারসিটি স্ট্রাটেজি অ্যান্ড অ্যাকশন প্ল্যান (NBSAP) হালনাগাদ করার কার্যক্রম গৃহীত হয়েছে। জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রতিবেশগত সঙ্কটাপন্ন এলাকা হাকালুকি হাওর এবং সেন্টমার্টিন দ্বীপ, কক্সবাজার-টেকনাফ সমুদ্রসৈকত ও সোনাদিয়া দ্বীপে সিডব্লিউবিএম প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে। জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজনে বর্তমানে হাকালুকি হাওর এবং কক্সবাজার-টেকনাফ সমুদ্রসৈকত ও সোনাদিয়া দ্বীপ ইসিএ-তে সিবিএ-ইসিএ প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এ-ছাড়া বরেন্দ্র ও হাকালুকি হাওর এলাকার প্রতিবেশভিত্তিক অভিযোজন (ইকোসিস্টেম বেইজড্ অ্যাডাপটেশন)-এর জন্য একটি উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

জীবনিরাপত্তা

বাংলাদেশ জাতিসংঘ জীববৈচিত্র্য সনদের আওতায় গৃহীত কার্টাহেনা প্রোটোকল অন বায়োসেফটি (জীবনিরাপত্তা চুক্তি)-এর অংশীদার। চুক্তির বাধ্যবাধকতা পরিপূরণের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে জাতীয় জীবনিরাপত্তা কর্মকাঠামো (National Biosafety Framework) বাস্তবায়নে উন্নয়ন কার্যক্রম গৃহীত হয়েছে। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ জীবনিরাপত্তা বিধিমালা ২০১২ জারি করা হয়েছে।

পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের সচিব হাকালুকি হাওরে পরিবেশ অধিদপ্তরের সিবিএ-ইসিএ প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত সৌর শক্তিচালিত সেচ পাম্প উদ্বোধন করছেন

গবেষণা

পরিবেশ অধিদপ্তরের গবেষণা খাতে বরাদ্দকৃত তহবিল দিয়ে গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় পরিবেশের বিভিন্ন বিষয়ের উপর সমীক্ষা/জরিপ পরিচালনা করা হয়। পরিবেশ অধিদপ্তরের গবেষণা কার্যক্রমের আওতায় ইতোমধ্যে Environmental Impact Study of Brick Kiln in Dhaka District; Environmental and Morphological Impact Assessment on the Rivers of Sylhet Region due to Mechanical Extraction of Stone, Gravel and Sand; Development of GIS based Industrial Database for Greater Dhaka প্রভৃতি গবেষণা কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে।

জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা

বিশ্ব উষ্ণায়নজনিত জলবায়ু পরিবর্তন এবং এর বহুমাত্রিক ও সুদূরপ্রসারী নেতিবাচক প্রভাব বর্তমানে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আলোচনার অন্যতম প্রধান এজেন্ডা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। মানবসভ্যতা তথা পৃথিবীর নিরাপত্তার প্রতি গুরুতর হুমকি হিসেবে এ-সমস্যাকে বিবেচনা করা হচ্ছে। বাংলাদেশকে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বিশ্বের সবচেয়ে বেশি বিপন্ন ও ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর অন্যতম হিসেবে বিবেচনা করা হয়। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ঋতুচক্রের সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য হারিয়ে যাচ্ছে, ফলে কৃষিজাত পণ্যের সার্বিক উৎপাদন ব্যবস্থার উপর নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে। অন্যদিকে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতাবৃদ্ধি, ঘনঘন ও তীব্রতর ঘূর্ণিঝড় বা ঘূর্ণিঝড় পরিস্থিতি তৈরি, উঁচু জলোচ্ছ্বাসসহ সাধারণ জোয়ারের পানির উচ্চতা বৃদ্ধির ফলে উপকূলীয় অঞ্চলে লবণপানির ব্যাপক অনুপ্রবেশ ঘটছে এবং উপকূলীয় বিস্তীর্ণ এলাকার মাটি ও পানিতে লবণাক্ততার পরিমাণ মাত্রাতিরিক্ত বেড়েছে। ফলে উপকূলীয় বিস্তীর্ণ এলাকা কৃষি উৎপাদনসহ অন্যান্য কার্যক্রমের জন্য অনুপযুক্ত হয়ে পড়ছে। এছাড়া, কোনো অঞ্চলে অতি বৃষ্টিপাতজনিত আকস্মিক ও তীব্র বন্যা, আবার কোনো অঞ্চলে ব্যাপক অনাবৃষ্টির ফলে তীব্র খরা, নদীর মোহনা ও তীরের ব্যাপক ভাঙ্গন, নদীর প্রবাহ ক্ষীণ হওয়া, ভূমিধ্বস, রোগ জীবাণুর ব্যাপক বিস্তার, সহায়-সম্পদ ও বসতবাড়ির ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি ইত্যাদির ফলে বাংলাদেশের জীবন-জীবিকাসহ সার্বিক অর্থনীতির উপর মারাত্মক অভিঘাত পড়ছে।

জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় অভিযোজন ও প্রশমনমূলক কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশে জলবায়ু সহিষ্ণু (Climate Resilience) উন্নয়ন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে পরিবেশ অধিদপ্তর বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর/সংস্থাকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান ও সার্বিক সমন্বয় সাধন করছে। জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় Bangladesh Climate Change Strategy and Action Plan (BCCSAP), ২০০৯ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। উক্ত কর্মপরিকল্পনায় ৬টি বিষয়ে ৪৪টি কার্যক্রম চিহ্নিত করা হয়েছে। ইতোপূর্বে ২০০৫ সালে National Adaptation Programme of Action (NAPA) প্রণয়ন করা হয় এবং ২০০৯ সালে তা হালনাগাদ করা হয়। NAPA/BCCSAP বাস্তবায়নে পরিবেশ অধিদপ্তর অন্যান্য মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর/সংস্থা এবং বেসরকারি সংস্থাসমূহকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করে আসছে।

জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত তথ্যাদি সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও সমন্বয়ের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক সিডিএমপি-২ এর অর্থায়নে একটি Online Climate Change Database প্রণয়ন করা হয়েছে। Oracle Based ডাটাবেসটি প্রণয়নকালে বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রায় ৫০ বছরের তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও সন্নিবেশ করা হয়েছে এবং পরবর্তীকালে নূতন নূতন তথ্য ও উপাত্তের সন্নিবেশনের মাধ্যমে ডাটাবেসটিকে আরো সমৃদ্ধ করার সুযোগ রাখা হয়েছে।

পরিবেশ অধিদপ্তরের পৃষ্ঠপোষকতায় গ্রীন হেডার্স কর্তৃক আয়োজিত "প্রকৃতির ছবি আঁকি" অনুষ্ঠানে পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক, বিশিষ্ট শিল্পী মুস্তফা মনোয়ার ও অতিথিবর্গ

জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক ফোকাল পয়েন্ট পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের টেকনিক্যাল উইং হিসেবে পরিবেশ অধিদপ্তর জাতীয় পর্যায়ের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক পরিসরে ভূমিকা রাখছে। জলবায়ু পরিবর্তন কনভেনশন (UN Framework Convention on Climate Change, UNFCCC)-এর আওতায় চলমান বিভিন্ন পর্যায়ের আন্তর্জাতিক নেগোসিয়েশন/সভা/সেমিনার/কর্মশালায় বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের কার্যকর অংশগ্রহণের মাধ্যমে দেশের স্বার্থ সংরক্ষণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পজিশন পেপার, সাবমিশন, ইন্টারভেনশন ইত্যাদি তৈরিসহ অন্যান্য কাজে পরিবেশ অধিদপ্তর সার্বিক সহায়তা প্রদান করছে।

UNFCCC-এর আওতায় পরিবেশ অধিদপ্তরের কার্যক্রম নিম্নরূপ

- গ্রিন হাউজ গ্যাস উদগীরণ হ্রাসের লক্ষ্যে Kyoto Protocol-এর আওতায় প্রতিষ্ঠিত Clean Development Mechanism (CDM) সংশ্লিষ্ট প্রকল্প অনুমোদন ও বাস্তবায়নে সহায়তার জন্য দেশে গঠিত দুই স্তর বিশিষ্ট Designated National Authority (DNA)-এর সচিবালয় হিসেবে পরিবেশ অধিদপ্তর কাজ করছে।
- পরিবেশ অধিদপ্তর International Climate Technology Centre and Network (CTCN)-এর National Designated Entity (NDE) হিসেবে দেশে পরিবেশ ও জলবায়ুবান্ধব প্রযুক্তি আহরণে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করছে।
- পরিবেশ অধিদপ্তর জাতিসংঘ জলবায়ু পরিবর্তন কনভেনশন (UNFCCC)-এর আওতায় দেশে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সমস্যা মোকাবেলা এবং গ্রিন হাউজ গ্যাস নিঃসরণের উৎস ও পরিমাণ নির্ধারণের লক্ষ্যে ন্যাশনাল কমিউনিকেশন প্রণয়ন করে থাকে। বর্তমানে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক তৃতীয় ন্যাশনাল কমিউনিকেশন প্রণয়ন করা হচ্ছে যার অংশ হিসেবে দেশের বিভিন্ন সেক্টরে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বিপন্নতা ও বিরূপ প্রতিক্রিয়া নিরূপণ, সামগ্রিক অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ও কার্যক্রমে জলবায়ু পরিবর্তনকে অঙ্গীভূত করার বিষয়ে কর্মকৌশল নির্ধারণ, জাতীয় ক্ষেত্রে পরিবেশবান্ধব কমনিঃসরণযোগ্য উন্নয়ন কৌশল প্রণয়ন, দেশের সামগ্রিক গ্রিন হাউজ গ্যাস নিঃসরণের পরিমাণ নির্ণয়সহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে।
- জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনা (National Adaptation Plan, NAP) প্রণয়নের লক্ষ্যে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে পরিবেশ অধিদপ্তর কারিগরি সহায়তা প্রদান করছে।
- UNFCCC-এর আওতায় অনুষ্ঠিত ১৯তম কনফারেন্স অব পার্টিজ (COP19) গৃহীত সিদ্ধান্তের আলোকে প্রতিটি দেশ বিশ্ব জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় তার Intended Nationally Determined Contributions (INDCs) নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে দাখিলের বিশ্বব্যাপী উদ্যোগের অংশ হিসেবে বাংলাদেশের INDCs প্রণয়ন কার্যক্রমে পরিবেশ অধিদপ্তর সহায়তা প্রদান করছে।

এইচসিএফসি ফেজ আউট ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান্ট প্রকল্পের আওতায় অনুষ্ঠিত 'গুড সার্ভিস প্রাকটিসেস ইন রিফ্রিজারেশন এন্ড এয়ারকন্ডিশনিং' শীর্ষক কর্মশালায় পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক প্রশিক্ষণার্থীদের সনদপত্র প্রদান করছেন

এ-ছাড়া পরিবেশ অধিদপ্তর Bilateral Offset Credit Mechanism (BOCM)-এর সচিবালয় হিসেবে বাংলাদেশে স্বল্প কার্বন নিঃসরণযোগ্য প্রযুক্তি ও পণ্য হস্তান্তরের মাধ্যমে কার্বন নিঃসরণ হ্রাসে ভূমিকা রাখছে। BOCM জাপান সরকারের একটি নিজস্ব উদ্যোগ, যা Kyoto Protocol-এর আওতায় বিদ্যমান CDM-এর একটি সরলীকৃত রূপ। BOCM-এর আওতায় বাংলাদেশ সরকার জাপান হতে বিদ্যুৎ, জ্বালানি, শিল্প ও অন্যান্য খাতে স্বল্প কার্বন নিঃসরণযোগ্য প্রযুক্তি, পণ্য, সেবা ও অবকাঠামো নির্মাণ/প্রচলনে সহায়তা লাভ করবে যার মূল লক্ষ্য স্বল্প কার্বন নিঃসরণযোগ্য উন্নয়ন নিশ্চিতকরা ও টেকসই উন্নয়নে অবদান রাখা।

জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমন এবং স্বল্প কার্বন নিঃসরণযোগ্য উন্নয়ন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক বিভিন্ন সেক্টরে Nationally Appropriate Mitigation Actions (NAMAs) প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে যা উন্নয়ন সহযোগী/দাতা সংস্থার অর্থায়নে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়ন করা হবে।

বাংলাদেশ, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, সুইডেন, মেক্সিকো ও ঘানা এবং United Nation Environment Programme (UNEP)-এর সমন্বয়ে Climate Change Air Coalition (CCAC) গঠিত হয়েছে। এই কোয়ালিশনে পরবর্তীকালে পৃথিবীর আরো ৪০টি দেশ/সংস্থা যোগদান করেছে। বাংলাদেশে CCAC-এর আওতায় Short-lived Climate Pollutants (SLCP) নিয়ন্ত্রণে গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়নে পরিবেশ অধিদপ্তর সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে। পরিবেশ অধিদপ্তর ইতোমধ্যে CCAC-এর আওতায় SLCP নিয়ন্ত্রণের জন্য National Action Plan (NAP) প্রণয়ন করেছে।

আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের অর্জন উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশ UNFCCC-এর আওতায় গঠিত Green Climate Fund (GCF)-সহ বিভিন্ন কমিটিতে সদস্য হিসেবে কাজ করছে। এ-ছাড়া বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক Climate Change Negotiation-এ ৪৮টি স্বল্পোন্নত দেশের গ্রুপ LDC-এর অন্যতম কোঅর্ডিনেটর হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে এবং পরিবেশ অধিদপ্তর এক্ষেত্রে মূল ভূমিকা পালন করছে।

মরুময়তা প্রতিরোধ

তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণে সৃষ্ট খরা বাংলাদেশের জন্য একটি বিরাট সমস্যা। এতে ফসল উৎপাদন, পশুপালন ও মৎস্য চাষ ব্যাহত হয় এবং জীববৈচিত্র্যের পরিবর্তন হয় যা ভূমির অবক্ষয় ও সামগ্রিকভাবে কৃষি ও পরিবেশকে মারাত্মকভাবে সঙ্কটে ফেলে। অনুমান করা হয় বিশ্বে ২৫০ মিলিয়ন মানুষ সরাসরি ভূমির অবক্ষয়জনিত ক্ষতির শিকার এবং ১ বিলিয়নের অধিক মানুষ ভূমির অবক্ষয়জনিত ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। এমনই ভয়াবহ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্বব্যাপী পরিবেশের অবক্ষয় রোধ ও পরিস্থিতির উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৯২ সালে ব্রাজিলের রিও ডি জেনিরোতে অনুষ্ঠিত ধরিত্রী সম্মেলনে জাতিসংঘ কর্তৃক প্রধান তিনটি Convention গৃহীত হয়। কনভেনশনগুলো হল: (১) UN Framework Convention on Climate Change (UNFCC), (২) UN Convention on Biodiversity (UNCBD) এবং (৩) UN Convention to Combat Desertification (UNCCD)।

বাংলাদেশ ১৯৯৪ সালে United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD) কনভেনশন স্বাক্ষর করে এবং ১৯৯৬ সালে অনুস্বাক্ষর করে। বাংলাদেশে খরা এবং লবণাক্ততা বৃদ্ধি ভূমির অবক্ষয় ও টেকসই কৃষির অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

পরিবেশ অধিদপ্তরের উদ্যোগে নিষিদ্ধঘোষিত পলিথিন শপিং ব্যাগের বিক্রয় ও বিপণন রোধের লক্ষ্যে ঢাকা মহানগর এলাকায় পরিচালিত ভ্রাম্যমাণ আদালত

UNCCD-এর সদস্য হিসেবে কনভেনশনের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে বাংলাদেশের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। কনভেনশন সচিবালয়ের সিদ্ধান্ত (২/COP-৯) মোতাবেক প্রত্যেক সদস্য কর্তৃক National Action Programme (NAP) প্রণয়ন ও আপডেটকরণ এবং কনভেনশন বাস্তবায়ন বিষয়ে রিপোর্ট প্রণয়ন করে UNCCD সচিবালয়ে দাখিলের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য Global Environment Facility (GEF)-এর আর্থিক সহায়তায় পরিবেশ অধিদপ্তর Bangladesh: Revision and Alignment of National Action Program (NAP) with UNCCD 10-year Strategic Plan and Framework শীর্ষক একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এ-প্রকল্পের আওতায় UNCCD 6th National Report প্রণয়ন করে UNCCD সচিবালয়ে ইতোমধ্যে দাখিল করা হয়েছে এবং National Action Programme (NAP) for Desertification প্রণয়নের কাজ চলছে।

আন্তর্জাতিক কনভেনশন/প্রটোকল/চুক্তি

বাংলদেশ সরকার কর্তৃক স্বাক্ষরিত পরিবেশ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন আন্তর্জাতিক কনভেনশন/প্রটোকল/চুক্তির বাধ্যবাধকতা প্রতিপালনের জন্য বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে পরিবেশ অধিদপ্তর অপারেশনাল ফোকাল্ট পয়েন্ট হিসেবে কাজ করছে। বিভিন্ন কনভেনশন ও প্রটোকল সংশ্লিষ্ট সচিবালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন এবং বিভিন্ন রিপোর্ট ও তথ্য প্রেরণসহ প্রয়োজনীয় অন্যান্য কার্যক্রম পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত হয়। পরিবেশ অধিদপ্তরের তদারকিতে আছে পরিবেশ সংশ্লিষ্ট প্রধান কয়েকটি আন্তর্জাতিক কনভেনশন/প্রটোকল/চুক্তি নিম্নরূপ:

- UN Framework Convention on Climate Change and Kyoto Protocol
- Convention on Biological Diversity and Cartagena Bio-safety Protocol
- Convention to Combat Desertification
- Basel Convention on the Control of Trans-boundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal
- Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants
- The Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer (a Protocol to the Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer)
- Minamata Convention on Mercury
- Convention to Combat Desertification
- Basel Convention on the Control of Trans-boundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal
- Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants
- The Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer (a Protocol to the Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer)
- Minamata Convention on Mercury

পরিবেশ অধিদপ্তরের সার্বক্ষণিক বায়ুমান পরিবীক্ষণ কেন্দ্র

পরিবেশ বিষয়ক শিক্ষা

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে পরিবেশ শিক্ষা অন্তর্ভুক্তকরণে পরিবেশ অধিদপ্তর সরকারকে কারিগরি পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান করেছে। ইতোমধ্যে জাতীয় শিক্ষাক্রমে পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয়াবলী অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এবং বিভিন্ন শ্রেণীর পাঠোপযোগী পরিবেশ বিষয়ক উপকরণ পাঠ্যপুস্তকে সন্নিবেশিত হয়েছে। পরিবেশের সুব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জাতীয় সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে দেশের উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয়, বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহে এ বিষয়ে নতুর ধারার গবেষণা, অনুশীলন ও চর্চার প্রচলন হয়েছে।

পরিবেশ বিষয়ক অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা

ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা, অপরিকল্পিত নগরায়ন উন্নয়ন ও শিল্পায়ন এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সর্বোপরি জনসচেতনতার অভাবে দেশের পরিবেশের যে সীমাহীন ক্ষতি হচ্ছে তা রোধ এবং পরিবেশ সংবেদনশীল প্রজন্ম সৃষ্টির প্রত্যয় নিয়ে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক কিছু অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ইউনেস্কোর আর্থিক সহায়তায় Promotion of Environmental Awareness among School Children through Green Club শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় কিছু সংখ্যক বিদ্যালয়ে গ্রিন ক্লাব প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এ-ছাড়া কোস্টাল অ্যান্ড ওয়েটল্যান্ড বায়োডাইভারসিটি ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প (সিডব্লিউবিএমপি) এবং কমিউনিটি বেইসড অ্যাডাপটেশন ইন দি ইকোলোজিক্যালি ক্রিটিক্যাল এরিয়াস থ্রু বায়োডাইভারসিটি কনজারভেশন অ্যান্ড সোশাল প্রটেকশন প্রজেক্ট (সিবিএ-ইসিএ প্রকল্প)-এর আওতায় কিছু সংখ্যক বিদ্যালয়ে পরিবেশ ক্লাব গঠন করা হয়েছে এবং প্রকল্প দু'টির আওতায় সৃষ্ট ৭৪টি গ্রাম সংরক্ষণ দলের মাধ্যমে বিপুল জনগোষ্ঠীকে পরিবেশ ও প্রতিবেশ উন্নয়ন ও সংরক্ষণে শিক্ষিত ও সচেতন করে গড়ে তোলার কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়েছে এবং এ কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রয়েছে।

ওজোনস্তর রক্ষা

বাংলাদেশ সরকার বায়ুমণ্ডলের উপরিভাগে ওজোনস্তর রক্ষায় গৃহীত মন্ট্রিল প্রোটোকল স্বাক্ষর করেছে এবং বিভিন্ন সময়ে প্রোটোকলের সংশোধনীসমূহ অনুস্বাক্ষর করেছে। ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্যসমূহ যেমন: রিফ্রিজারেশন ও ঔষধশিল্পে ইনহেলার প্রস্তুতের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত ক্লোরোফ্লোরোকার্বন (সিএফসি); অগ্নিনির্বাপণ কাজে ব্যবহৃত হ্যালোন; কোয়ারেন্টাইন ও কীটনাশক হিসেবে মিথাইল ব্রোমাইড; শিল্পে ব্যবহৃত দ্রাবক হিসেবে মিথাইল ক্লোরোফর্ম ও তৈরি পোষাকশিল্পে ব্যবহৃত স্পট ক্লিনার হিসেবে ব্যবহৃত কার্বন টেট্রাক্লোরাইডের ব্যবহার শত ভাগ রোধ করা হয়েছে। বর্তমানে এয়ারকন্ডিশনিং ও ফোম সেক্টরে হাইড্রো ক্লোরোফ্লোরোকার্বন (এইচসিএফসি)-এর ব্যবহার রোধ করার লক্ষ্যে HCFC Phase-out Management Plan-Stage I-এর কার্যক্রম চলছে।

পরিবেশ অধিদপ্তরের ঢাকা গবেষণাগার

পপ্‌স নিয়ন্ত্রণ

২০০১ সালে সুইডেনের রাজধানী স্টকহলমে Persistent Organic Pollutants (POPs/পপ্‌স) বিষয়ে কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ স্টকহলম কনভেনশন স্বাক্ষর ও অনুসমর্থন করেছে। পরিবেশ অধিদপ্তর পপ্‌স সংক্রান্ত কনভেনশন বাস্তবায়নের প্রধান সংস্থা হিসেবে কাজ করছে। কনভেনশনের মূল উদ্দেশ্য হলো জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশকে পপ্‌স-এর ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষা করা। কনভেনশনের নির্দেশনা অনুযায়ী উৎপাদন ও ব্যবহার বন্ধের মাধ্যমে তালিকাভুক্ত পপ্‌স পরিবেশে নির্গমন হ্রাসপূর্বক পর্যায়ক্রমে বন্ধ করতে হবে এবং পরিবেশে বিরাজমান পপ্‌স বর্জ্যসমূহকে গ্রহণযোগ্য পদ্ধতিতে অপসারণ করতে হবে। প্রথমদিকে ১২টি ক্ষতিকর পপ্‌স চিহ্নিত করা হলেও পরবর্তীকালে আরো ১০টি নূতন পপ্‌সকে চিহ্নিত করা হয়েছে।

বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় জাতীয় থ্রি আর কৌশলপত্র

বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় পরিবেশগত সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষতিকর প্রভাব কমিয়ে আনার লক্ষ্যে পরিবেশ অধিদপ্তর, জাপান সরকারের পরিবেশ মন্ত্রণালয় ও জাতিসংঘ আঞ্চলিক উন্নয়ন কেন্দ্রের সহায়তায় জাতীয় থ্রি আর (বর্জ্য হ্রাস, পুনঃব্যবহার, ও পুনঃচক্রায়ন) কৌশল প্রণয়ন করেছে। জাতীয় থ্রি আর কৌশল অনুসরণের মাধ্যমে দেশের মাথাপিছু বর্জ্য সৃষ্টির পরিমাণ হ্রাস, বর্জ্যের বিভিন্ন অংশ কাঁচামাল হিসেবে পুনরায় ব্যবহার এবং পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্য সংরক্ষণের পাশাপাশি পৌর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা খাত থেকে বিপুল পরিমাণ আয় করা সম্ভব হবে।

থ্রি আর কৌশলের মধ্যে বর্জ্য হ্রাস, পুনঃব্যবহার ও পুনঃচক্রায়ন এবং অবশিষ্ট বর্জ্যের ধরন অনুসারে পরিবেশগত পরিত্যাজন প্রক্রিয়া অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই কৌশল বাস্তবায়নে সরকার, নাগরিক, শিল্পকারখানা, বেসরকারি খাত, এনজিও, অপ্রাতিষ্ঠানিক খাত, ক্ষুদ্র ও মাঝারি বিনিয়োগকারী, গণমাধ্যম এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা উল্লেখ করা হয়েছে। এ-ছাড়া থ্রি আর কৌশলে থ্রি আর অনুসৃত নীতিমালা, থ্রি আর সম্পর্কযুক্ত নীতি নির্দেশনা, অভিজ্ঞতার আলোকে শিক্ষণ ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উল্লেখযোগ্য উদাহরণ এবং থ্রি আর কৌশলসমূহ ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

থ্রি আর পাইলটিং

বর্জ্য হ্রাস (Reduce), বর্জ্য পুনঃব্যবহার (Reuse), ও বর্জ্য পুনঃচক্রায়ন (Recycle)-এর মাধ্যমে দেশে আধুনিক ও টেকসই বর্জ্য ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তর পাইলটিং হিসেবে ঢাকা ও চট্টগ্রামের কিছু এলাকায় কার্যক্রম শুরু করেছে।

পরিকল্পনা ও প্রকল্প প্রণয়ন

পরিবেশ অধিদপ্তর বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ও অন্যান্য জাতীয় কর্মপরিকল্পনার জন্য তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও প্রণয়ন করে থাকে। পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রকল্প প্রণয়ন ও অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণ করে থাকে। পরিবেশ অধিদপ্তরের বাস্তবায়নাধীন সকল উন্নয়ন প্রকল্পের বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন অগ্রগতির প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়। সরকারের উন্নয়ন পরিকল্পনার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দলিল ৭তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় পরিবেশ ও জলবায়ু বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে অন্তর্ভুক্তির প্রয়াস গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া, সরকারের প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ও রূপকল্পের সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রকল্প প্রণয়নসহ প্রয়োজনীয় সকল উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে।

সুন্দরবনের শ্যালা নদীতে তেলবাহী ট্যাংকার দুর্ঘটনার পর পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক পানির মান বিশ্লেষণের জন্য নমুনা সংগ্রহ

পরিবেশ অধিদপ্তরের মানবসম্পদ উন্নয়ন

পরিবেশ অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং প্রাতিষ্ঠানিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য মানবসম্পদ উন্নয়নের উপর যথাযথ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মপরিধি বহুমুখী এবং ব্যাপক বিস্তৃত। তাই পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণগ্রহণের প্রয়োজনীয়তাও ব্যাপক। কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে চাহিদা নিরূপণপূর্বক বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয় এবং সে অনুসারে প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। সরকারি, বেসরকারি ও আন্তর্জাতিক সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত সভা-সেমিনার ও কর্মশালায় পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মনোনয়ন প্রদান করা হয়। অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বৈদেশিক প্রশিক্ষণেরও সুযোগ প্রদান করা হয়। পরিবেশ অধিদপ্তরের জনবলের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বর্তমান সরকার কর্তৃক ঘোষিত বাৎসরিক ১০০ ঘণ্টা প্রশিক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিয়মিতভাবে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।

জনসচেতনতা

পরিবেশ, প্রতিবেশ ব্যবস্থা এবং জীববৈচিত্র্য সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে পরিবেশ অধিদপ্তর বিভিন্ন ধরনের জনসচেতনতামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করে থাকে। জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচি নির্ধারিত প্রতিপাদ্যকে উপজীব্য করে প্রতি বছর ৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। প্রতি বছর বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে পরিবেশ মেলা আয়োজন করা হয়। মেলায় বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়সহ সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করে থাকে। এ-ছাড়া বিশ্ব জলাভূমি দিবস, আন্তর্জাতিক জীববৈচিত্র্য দিবস, বিশ্ব মরুময়তা প্রতিরোধ দিবস এবং আন্তর্জাতিক ওজোন দিবসসহ পরিবেশ বিষয়ক অন্যান্য দিবসও উদ্‌যাপন করা হয়।

তথ্যপ্রযুক্তি

পরিবেশ অধিদপ্তর জনগণকে তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে সেবা প্রদান শুরু করেছে। অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট www.doe.gov.bd-এ পরিবেশ সংক্রান্ত বিভিন্ন ধরনের তথ্য-উপাত্ত জানার সুযোগ রয়েছে। পরিবেশ সংক্রান্ত বিভিন্ন ধরনের দলিল এবং বই ওয়েবসাইটে পড়া যায়। এ-ছাড়া পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান সংক্রান্ত সেবাও ওয়েবসাইটের মাধ্যমে প্রদান করা হয়।

পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান ও নবায়ন

পরিবেশ অধিদপ্তরের অন্যতম প্রধান কাজ হল শিল্পপ্রতিষ্ঠান এবং প্রকল্পের যথাযথ পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণের বিষয়টি তদারকি। বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫ অনুসারে দেশের সকল শিল্পপ্রতিষ্ঠান এবং প্রকল্পের জন্য পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ বাধ্যতামূলক। ছাড়পত্র প্রদানের জন্য শিল্পপ্রতিষ্ঠান এবং প্রকল্পগুলোকে দূষণের মাত্রা বা পরিবেশগত প্রভাবের বিচারে ৪ শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে: সবুজ, কমলা ক, কমলা খ, এবং লাল।

পরিবেশ অধিদপ্তরের সিবিএ-ইসিএ প্রকল্পের মাধ্যমে পরিবেশবান্ধব বিকল্প কর্মসংস্থান সহায়তা নিয়ে একজন স্বাবলম্বী পরিবেশকর্মী

সবুজ শ্রেণিভুক্ত শিল্পপ্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পের ক্ষেত্রে আবেদনের ভিত্তিতে সরাসরি পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করা হয়। কমলা ক এবং কমলা খ শ্রেণিভুক্ত শিল্পপ্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পের ক্ষেত্রে প্রথমে অবস্থানগত এবং পরে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করা হয়। লাল শ্রেণিভুক্ত শিল্পপ্রতিষ্ঠান এবং প্রকল্পের ছাড়পত্র প্রদানের ক্ষেত্রে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদানের পর উদ্যোক্তা কর্তৃক পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ (Environmental Impact Assessment: EIA) করতে হয়। ইআইএ পর্যালোচনার পর ইআইএ অনুমোদন এবং সম্ভাব্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও প্রশমনের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ সাপেক্ষে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করা হয়। শিল্পপ্রতিষ্ঠানে ক্ষেত্রবিশেষে তরল বর্জ্য পরিশোধনের জন্য Effluent Treatment Plant (ETP) ও বায়বীয় বর্জ্য পরিশোধনের ক্ষেত্রে Air Treatment Plant (ATP) স্থাপন এবং কঠিন ও অন্যান্য ক্ষতিকর বর্জ্যের পরিবেশসম্মত অপসারণ নিশ্চিত হয়ে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করা হয়ে থাকে।

সবুজ শ্রেণির পরিবেশগত ছাড়পত্র ৩ বছর পর এবং কমলা ক, কমলা খ ও লাল শ্রেণির পরিবেশগত ছাড়পত্র ১ বছর পর পর নবায়ন করতে হয়। ছাড়পত্রের মেয়াদ উত্তীর্নের ৩০ দিন পুর্বে নবায়নের জন্য আবেদন করতে হয়।

পরিবেশগত ছাড়পত্র অটোমেশন

বর্তমান সরকার রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়ন তথা জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা ২০০৯ অনুসরণে বাংলাদেশকে একটি ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত ডিজিটাল বাংলাদেশ হিসেবে উন্নীত করতে সকল ক্ষেত্রে আইসিটির ব্যবহার ও সম্প্রসারণের উপর বিশেষ জোর দিয়েছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার অংশ হিসেবে পরিবেশ অধিদপ্তরও তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে সকল কার্যক্রম সমন্বয়ের মাধ্যমে এর বাস্তবায়নে অঙ্গীকারাবদ্ধ এবং এ লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। এ-লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের Access to Information (a2i) প্রকল্পের সহযোগিতায় পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র কার্যক্রমকে ডিজিটালাইজট করার লক্ষ্যে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান প্রক্রিয়াকে অটোমেশন করা হয়েছে। শিল্প ও প্রকল্প উদ্যোক্তাগণ ইন্টারনেট ব্যবহার করে অনলাইনে পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে পারবেন। পরিবেশগত ছাড়পত্র অটোমেশন প্রক্রিয়াটি তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নির্ভর। ফলে অতি দ্রুততার সঙ্গে ছাড়পত্র প্রদান প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা সম্ভব হবে। ভবিষ্যতে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান প্রক্রিয়াটি ইউনিয়ন ডাটা সেন্টারের মাধ্যমে গ্রামীণ উদ্যোক্তাগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে যাবে। পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য অনলাইনে আবেদন করার ঠিকানা: http://ecc.doe.gov.bd। পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান প্রক্রিয়া অটোমেশনের ফলে ছাড়পত্র বিষয়ক কেন্দ্রীয় তথ্য ভাণ্ডার তৈরি হবে এবং কেন্দ্রীয়ভাবে মনিটর করা যাবে। এতে পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ক সকল কার্যক্রম সহজ, স্বচ্ছ এবং আরো গতিশীল হবে।

মনিটরিং ও এনফোর্সমেন্ট

এই কার্যক্রমের আওতায় শিল্পপ্রতিষ্ঠান ও উন্নয়ন প্রকল্পের পরিচালিত কার্যক্রম পরিবেশসম্মতভাবে চলছে কি না তা মনিটর করা হয়। এ-ছাড়া যে সমস্ত শিল্পপ্রতিষ্ঠান ও উন্নয়ন প্রকল্প বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫ লঙ্ঘন করে পরিবেশ দূষণ করছে বা প্রতিবেশ (Ecosystems) ক্ষতিগ্রস্ত করছে তাদের দূষণ বা ক্ষতির পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫-এর ধারা ৭-এর প্রয়োগের মাধ্যমে পরিবেশ দূষণকারী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের দূষণের মাত্রা বা ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণের মাধ্যমে ক্ষতিপূরণ আদায় করা হয়।

পরিবেশ অধিদপ্তরের সিবিএ-ইসিএ প্রকল্পের মাধ্যমে কক্সবাজারে স্থাপিত সৌর শক্তিচালিত পানির লবণাক্ততা মুক্তকরণ প্ল্যান্ট

জুলাই ২০১০ থেকে ২০১৫ সালের জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত এনফোর্সমেন্ট অভিযান পরিচালনার মাধ্যমে ২০১২টি শিল্পকারখানা/স্থাপনা/উন্নয়ন প্রকল্প/ব্যক্তির বিরুদ্ধে ১৯৩.১৯ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ ধার্য করা হয় এবং ১২৭.৫ কোটি টাকা আদায় করা হয়।

ভ্রাম্যমাণ আদালত

বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫-এর ধারা ১৫ (১)-এর টেবিলের ক্রমিক ৩ অনুসারে যানবাহনের স্বাস্থ্যহানিকর কালো ধোঁয়ার বিরুদ্ধে এবং ৪ (খ) অনুসারে পলিথিন শপিং ব্যাগ বা পলিইথিলিন বা পলিপ্রপাইলিনের তৈরি সামগ্রী বিক্রয়, বিক্রয়ের জন্য প্রদর্শন, বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে পরিবহনের অপরাধের বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিকভাবে অপরাধ আমলে নিয়ে ভ্রাম্যমাণ আদালত আইন ২০০৯ অনুযায়ী দণ্ড প্রদান করা হয়।

পরিবেশ বিষয়ক অভিযোগ তদন্ত ও প্রতিকার

পরিবেশ অধিদপ্তরে দেশের সকল নাগরিকের পরিবেশ বিষয়ক অভিযোগ প্রদানের সুযোগ রয়েছে। সরেজমিন তদন্ত এবং প্রয়োজন অনুসারে শুনানির মাধ্যমে পরিবেশ অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠান বা জনগণের নিকট থেকে প্রাপ্ত পরিবেশ বিষয়ক অভিযোগের নিষ্পত্তি করে থাকে।

শিল্পদূষণ নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক পরিকল্পনা

- রাজধানী ঢাকার আবাসিক এলাকা হাজারীবাগে অবস্থিত ট্যানারি শিল্পসমূহকে কেন্দ্রীয় বর্জ্য পরিশোধনাগার স্থাপনপূর্বক ঢাকার বাইরে সাভারে স্থানান্তর করা হবে।
- দেশের সকল শিল্প ইউনিটকে জিআইএস ম্যাপিংয়ের আওতায় আনা হবে।
- প্রযোজ্য ক্ষেত্রে দেশের শতভাগ শিল্প ইউনিটে ইটিপি স্থাপন এবং চালু রাখার ব্যবস্থা করা হবে।
- দেশের সকল নদী দূষণমুক্ত করার লক্ষ্যে এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রম জোরদার করা হবে।

গবেষণাগার

ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগে পরিবেশ অধিদপ্তরের নিজস্ব গবেষণাগার রয়েছে। রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল এবং সিলেটে পরিবেশ অধিদপ্তরের বিভাগীয় গবেষণাগার স্থাপনের লক্ষ্যে কাজ শুরু হয়েছে। এ সকল গবেষণাগারে দেশের প্রধান প্রধান নদী ও জলাশয়ের পানির গুণগত মান পরিবীক্ষণ, বিভিন্ন স্থানের ভূগর্ভস্থ পানির গুণগত মান পরিবীক্ষণ এবং তরল বর্জ্য ও বায়ুর নমুনা সংগ্রহপূর্বক পরিবীক্ষণ, শব্দের মান পরিবীক্ষণ, আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে অপরিশোধিত ও পরিশোধিত তরল বর্জ্য, খাবার পানি, বায়ু, শব্দের মান ও যানবাহনের কলো ধোঁয়া নিঃসরণ পরিবীক্ষণ, এবং হোটেল-রেস্তোরাঁর খাবার পানির মান পরিবীক্ষণসহ বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

a2i প্রকল্পের সহায়তায় অন লাইন পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মাননীয় পরিবেশ ও বন মন্ত্রী

লাইব্রেরি ও ডকুমেন্টেশন সেন্টার

পরিবেশ অধিদপ্তরে একটি সমৃদ্ধ আধুনিক লাইব্রেরি ও ডকুমেন্টেশন সেন্টার আছে। লাইব্রেরিতে ৬৫টি ক্যাটাগরিতে ৪ হাজারের অধিক বই/সাময়িকী/রিপোর্ট রয়েছে। পাঠক/গবেষক/শিক্ষার্থীদের সুবিধার জন্য কর্মদিবসে অফিস চলাকালে লাইব্রেরি ব্যবহারের সুযোগ আছে। যে কোনো ব্যক্তি এই লাইব্রেরি ব্যবহার করতে পারেন। পরিবেশ অধিদপ্তরের ওয়েব সাইটেও লাইব্রেরি ব্যবহার করার সুযোগ রয়েছে।

গণশুনানি

পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক প্রতি মাসের তৃতীয় বৃহস্পতিবার সকাল ১১টায় পরিবেশ সংক্রান্ত যে কোনো সমস্যা বা সম্ভাবনার বিষয়ে উপস্থিত নাগরিকদের সঙ্গে মতবিনিময়কল্পে গণশুনানিতে মিলিত হন। বিভাগীয়/আঞ্চলিক কার্যালয়ে প্রতি মাসের দ্বিতীয় বৃহস্পতিবার ও জেলা কার্যালয়ে প্রথম বৃহস্পতিবার গণশুনানি অনুষ্ঠিত হয়। গণশুনানির সিদ্ধান্ত অনুসরণে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়ে থাকে। দেশের যে কোনো নাগরিক গণশুনানিতে অংশগ্রহণ করতে পারেন।

সহায়তা কেন্দ্র

পরিবেশগত ছাড়পত্রের আবেদন বা পরিবেশ দূষণের অভিযোগ প্রভৃতি বিষয়ে পরামর্শ প্রদানের লক্ষ্যে পরিবেশ ভবনের প্রবেশমুখে পরামর্শ সেল নামে একটি সহায়তা কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। পরামর্শ কেন্দ্রের সহায়তা নিয়ে প্রতিদিন বিপুল সংখ্যক নাগরিক বা উদ্যোক্তা উপকৃত হচ্ছেন।

জাতীয় পরিবেশ পদক

২০০৯ সাল থেকে প্রতি বছর পরিবেশ সংরক্ষণ ও দূষণ নিয়ন্ত্রণ, পরিবেশগত শিক্ষা ও প্রচার এবং পরিবেশ বিষয়ক গবেষণা ও প্রযুক্তি এই ৩টি ক্ষেত্রে অসামান্য অবদানের জন্য ব্যক্তি ও প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে জাতীয় পরিবেশ পদক চালু করা হয়েছে। জাতীয় পরিবেশ পদক হিসেবে ২ তোলা ওজনের স্বর্ণপদক বা সমমানের অর্থ, সনদপত্র এবং পঞ্চাশ হাজার টাকা সম্মানী প্রদান করা হয়।

বাংলাদেশ-জাপান দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতার আওতায় কার্বন-ডাই অক্সাইড গ্যাসের নিঃসরণ হ্রাসকল্পে গৃহিত কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য সক্ষমতা বৃদ্ধি বিষয়ক কর্মশালা

আগামীর গতিপথ

পরিবেশ দূষণ, বিপর্যয় ও উপদ্রবের প্রকোপ যেমনি বেড়েছে, পরিবেশ অধিদপ্তরের কার্যক্রমে তেমনি যুক্ত হয়েছে বহুমাত্রিকতা। বিপন্ন পরিবেশের পরিচর্যা ও প্রতিবেশের পুনরুদ্ধার এবং পরিবেশগত অপরাধ নিয়ন্ত্রণ ক্রমশ জটিলতর হয়ে উঠেছে এবং এ কারণে পরিবেশ অধিদপ্তর এমন কার্যধারা অনুসরণ করতে চাইছে যা প্রথাবিপরীত এবং পরিবর্তন-অভিমুখী। এ অধিদপ্তর সম্প্রতি যে সকল আইনগত, প্রাতিষ্ঠানিক, পদ্ধতিগত ও কর্মসূচি সংক্রান্ত পরিবর্তন সূচনা করেছে তার উদাহরণ নিম্নরূপ:

আইনগত সংস্কার

বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এ আইনের কোন বিধান লংঘন বা এ আইনের অধীনে প্রদত্ত কোনো নির্দেশ পালন ব্যর্থতার জন্য প্রয়োজনীয় ও ত্বরিৎ পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য মহাপরিচালককে ক্ষমতার্পণ করেছে। আইনের এ তাৎপর্যকে বিবেচনায় রেখে পরিবেশ অধিদপ্তর ভ্রাম্যমাণ আদালত আইন, ২০০৯-এর সূচি ও প্রাসঙ্গিক ধারাসমূহ সংশোধন করে বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫-এর কতিপয় বিধান ভ্রাম্যমাণ আদালতের বিচার্য বিষয়ভুক্ত করা এবং এর মাধ্যমে এক শ্রেণির পরিবেশগত অপরাধের বিষয়ে তাৎক্ষণিক প্রতিকার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করেছে। বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫-কে অধিকতর কার্যোপযোগী করার লক্ষ্যে এ আইনের অন্যান্য ধারা এবং ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩ ও শব্দদূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০০৬-এর বিভিন্ন ধারা সংশোধনের লক্ষ্যেও পরিবেশ অধিদপ্তর উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

পরিবেশ অধিদপ্তর বর্তমানে অংশীজনদের নিয়ে বহুপক্ষীয় আলোচনা বা মতবিনিময়ের মাধ্যমে পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ সংশোধনের উদ্যোগ নিয়েছে। এ বিধিমালায় যাতে পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণের বিস্তারিত প্রক্রিয়া পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়নের নিয়মাবলী (সামাজিক প্রভাব ও এর প্রশমনসহ) এবং পরিবেশগত বিপত্তি বা উপদ্রবের কারণে আইনের প্রয়োগ নিশ্চিতকরণ এবং ক্ষতিপূরণ আরোপ ও আদায়ের প্রণালী সম্পর্কে তথ্যাদি সন্নিবেশিত হবে।

এছাড়া পরিবেশ অধিদপ্তর দেশের পরিবেশ নীতি, অর্থাৎ জাতীয় পরিবেশ নীতি, ১৯৯২-এর সংশোধন/হালকরণের লক্ষ্যে সংলাপ অনুষ্ঠান করেছে। ইতোমধ্যেই পরিবেশ নীতি, ২০১৫-এর খসড়া জাতীয় পরিবেশ কমিটির নির্বাহী কমিটির বিবেচনার জন্য উপস্থাপিত হয়েছে। অন্যান্য যে সকল আইন বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫-এর বিধানাবলীর সাথে সাংঘর্ষিক, সে সকল আইনের বিধানাবলী সংশোধনকল্পেও পরিবেশ অধিদপ্তর সক্রিয় ভূমিকা রেখে চলেছে। পরিবেশ সংক্রান্ত আইন, বিধিমালা ও অনুশাসন গ্রন্থনা করে একটি পূর্ণাঙ্গ আইনের সংকলন প্রকাশের লক্ষ্যে পরিবেশ অধিদপ্তর কাজ করছে।

নাগরিকদের পরিবেশ বিষয়ক অভিযোগ ও অভিমত শ্রবণের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরে নিয়মিত অনুষ্ঠিত গণশুনানি

প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার

পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫-এ বর্ণিত দায়-দায়িত্ব পরিচালনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো যথেষ্ট পূর্ণাঙ্গতা লাভ করে নি। এ বিবেচনায় পরিবেশ অধিদপ্তর নূতন ৪৩ জেলা ও ২টি বিভাগীয় কার্যালয় (রংপুর ও কক্সবাজার) প্রতিষ্ঠার জন্য দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এগিয়ে যাচ্ছে। পরিবেশ অধিদপ্তর বর্তমান কর্মীসংখ্যা ৭৩৫ থেকে ১৯৫৭-তে উন্নীত করার লক্ষ্যে প্রস্তাব প্রেরণ করেছে। লোক নিয়োগ ও পদোন্নতির মাধ্যমে শূন্যপদ পূরণের জন্যও পরিবেশ অধিদপ্তর উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। অধিদপ্তরে একটি পূর্ণাঙ্গ সংগঠন ও সরঞ্জাম তালিকা প্রণয়নের জন্যও প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। এ বিকাশমান প্রতিষ্ঠানটির যন্ত্রোপকরণের চাহিদার দিকেও এ লক্ষ্যে নজর দেয়া হয়েছে। পরিবেশ অধিদপ্তর পর্যায়ক্রমে ২১টি জেলা ২টি বিভাগ ও ২টি মহানগরীতে নিজস্ব ভবন নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

অন্যান্য প্রত্যাশিত প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তনের মধ্যে রয়েছে:

- পরিবেশ অধিদপ্তরের আইনগত সমস্যাবলী নিরসনের জন্য অধিদপ্তর পর্যাপ্ত সংখ্যক কৌসুলী নিয়োগ করবে এবং এ উদ্দেশ্যে একটি স্থায়ী প্যানেল থাকবে। অধিদপ্তরের আইন শাখার কর্মকর্তাদের ও ব্যাপক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে স্ব স্ব দায়িত্ব পালনের জন্য উপযুক্ত করে গড়ে তোলা হবে।
- বিভাগীয় গবেষণাগারগুলো সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ করা হবে।
- সীমান্তবর্তী বিভিন্ন স্থানে প্রয়োজনীয় সংখ্যক "ট্রান্স বাউন্ডারী এয়ার এ্যান্ড ওয়াটার কোয়ালিটি মনিটরিং স্টেশন" স্থাপনপূর্বক নিরবচ্ছিন্নভাবে বায়ু ও পানির মান পরিবীক্ষণ করা হবে।
- পরিবেশ অধিদপ্তরের সদরদপ্তরে একটি উপকূলীয় ও সমুদ্রসম্পদ বিষয়ক অনুবিভাগ স্থাপন করা হবে। সেই সাথে উপকূলীয় জেলা কার্যালয়সমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্যও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।
- ভূপৃষ্ঠের পানির গুণগতমান পরিবীক্ষণের জন্যও মনিটরিং কার্যক্রম জোরদার করা হবে।
- পানির গুণগতমান পরিবীক্ষণের জন্য অনলাইন মনিটরিং চালু করা হবে।
- পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য একটি ইন্সটিটিউট স্থাপন করা হবে।
- পরিবেশ অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণের চাহিদা নিরূপণের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ ডাটা-বেইস নির্মাণ করা হবে।

জাতীয় জীববৈচিত্র্য লক্ষ্যমাত্রা নিরূপণের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক আয়োজিত পরামর্শ সভা

পদ্ধতিগত সংস্কার

পরিবেশ অধিদপ্তর পরিবেশগত ছাড়পত্র ও পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়নের আবেদন দাখিলের প্রক্রিয়া সহজতর করার লক্ষ্যে ইতোমধ্যেই বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। অধিদপ্তরের অটোমেশন প্রক্রিয়া দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। এ অটোমেশন পদ্ধতি ওয়েব-বেইজড ওয়ান-স্টপ সার্ভিসের মাধ্যমে পরিবেশগত ছাড়পত্রের আবেদন প্রক্রিয়া সহজতর করবে। এমনকি ভবিষ্যতে আবেদনকারীরা আগামীতে ব্যাংক ট্রান্সফার অথবা ডেবিট/ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে ফী পরিশোধ করতে পারবেন। আগামীতে কারখানা বা প্রকল্পের স্থান জিপিএস বা অন্য স্যাটেলাইট-বেইজড প্রযুক্তির মাধ্যমে জরিপ করাও সম্ভব হবে।

কর্মসূচি সংক্রান্ত সংস্কার

পরিবেশ অধিদপ্তর পরিবেশের সুরক্ষা ও জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষেত্রে গভীর তথ্যানুসন্ধান ও সক্রিয় উদ্যোগ গ্রহণ করে চলেছে। অধিদপ্তর নিজ কর্মসূচির পুনরুজ্জীবন এবং অন্যান্য সরকারি-বেসরকারি ও নাগরিক সংগঠন এবং শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহের কাজে অনুঘটনের ভূমিকা পালন করছে। এ সকল উদ্যোগের মধ্যে রয়েছে:

- পরিবেশ অধিদপ্তর দেশের নদী-নালা, খাল-বিল, হাওর এবং জলাধার ও জলাভূমির প্রতিবেশগত পুনরুজ্জীবনের জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।
- পরিবেশ অধিদপ্তর ইতোমধ্যেই ঢাকা মহানগরীর চতুর্পার্শ্বে প্রবহমান বুড়িগঙ্গা, শীতলক্ষ্যা, বালু ও তুরাগ নদীর প্রতিবেশগত স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের জন্য ইতোমধ্যে একটি উদ্ভাবনধর্মী কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। অনুরূপভাবে গুলশান-বনানী-বারিধারা লেক (যা প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা ঘোষিত হয়েছে)-এর প্রতিবেশগত পুনর্বাসনের জন্যও নূতন কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে।
- পরিবেশ অধিদপ্তর পতিবেশগতভাবে সংকটাপন্ন ঘোষিত অন্যান্য এলাকার জন্যও ইতোমধ্যে কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন ঘোষিত অন্যান্য এলাকার জন্য পরিবেশ অধিদপ্তর পর্যায়ক্রমে ব্যাপক-ভিত্তিক কর্মসূচি গ্রহণের কথাও গভীরভাবে পর্যালোচনা করছে।
- পরিবেশ অধিদপ্তর উন্নত বর্জ্য ব্যবস্থাপনার শ্রেয় ধারণা ও অনুশীলন দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে দেয়ার লক্ষ্যে থ্রি-আর কর্মকৌশল (3R Initiative) গ্রহণ করেছে। এ কর্মকৌশলের আওতায় পর্যায়ক্রমে আরো প্রকল্প গ্রহণ করা হবে।
- গ্রিণ হাউজ গ্যাসের নিঃস্বরণ হ্রাস করার লক্ষ্যে পরিবেশ অধিদপ্তরের প্রোগ্রামেটিক সিডিএম প্রকল্প সারা দেশে পরিবেশবান্ধব অনুশীলন ও প্রযুক্তিগত জ্ঞান ছড়িয়ে দেবে। একটি Nationally Appropriate Mitigation Actions (NAMA)-উদ্যোগ হিসেবে এ প্রকল্পের কার্যক্রম ক্রমান্বয়ে প্রসারিত হবে।
- পরিবেশ অধিদপ্তর ভবিষ্যতে একটি পরিবেশসম্মত এলাকা-বিন্যাসের নীতি (land-zoning) নীতি অনুসরণ করবে যা ভূমির প্রত্যাশিত ব্যবহার অনুযায়ী শহর ও গ্রামীণ জনপদকে ভিন্ন ভিন্ন বলয়ে বিভাজন করবে। দেশের প্রতিবেশ ব্যবস্থা, জীববৈচিত্র্য ও প্রাণসত্তা সুরক্ষিত করার লক্ষ্যে এ উদ্যোগ একান্ত প্রয়োজন। এরূপ এলাকা-বিন্যাস নীতি অনুযায়ী তেজগাঁও, হাজারীবাগ, পোস্তগোলা বা শ্যামপুর হতে দূষণকারী শিল্পসমূহ ঢাকা মহানগরীর বাইরে পৃথক শিল্পাঞ্চলে (Industrial Zone) স্থানান্তরিত হবে।

পলিথিন শপিং ব্যাগের পরিবর্তে পাটজাত ব্যাগ ও মোড়কের ব্যবহার বৃদ্ধির জন্য আয়োজিত থ্রি-আর উদ্যোগ

- অনুরূপ এলাকা-বিভাজন অনুযায়ী দেশের নগর-পরিবেশ ও প্রতিবেশ ব্যবস্থাসমূহের সুব্যবস্থাপনার স্বার্থে মহানগরগুলোতে গুচ্ছাকারে গড়ে ওঠা সরকারি দপ্তরসমূহের একাংশ নগরাঞ্চলের বাইরে স্থানান্তরিত হবে। সরকারের অন্যান্য প্রতিষ্ঠান ও সংস্থাসমূহের সহায়তায় পরিবেশ অধিদপ্তর এ প্রত্যাশিত ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণে সহায়তা প্রদান করবে।
- পরিবেশ অধিদপ্তর, পাট অধিদপ্তর, পাট গবেষণা ইন্সটিটিউট এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় পলিথিনের শপিং ব্যাগের পরিবর্তে পাট, কাপড় বা কাগজের ব্যাগের ব্যবহার বৃদ্ধির জন্য কাজ করে যাবে। বাজারে এরূপ ব্যাগের সরবরাহ নিশ্চিত করার প্রচেষ্টা যেমন অব্যাহত থাকবে, তেমনি শহরের কাঁচাবাজার হতে নিষিদ্ধঘোষিত পলিথিন শপিং ব্যাগ অপসারণের লক্ষ্যে উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচি এবং শহর/নগর কর্তৃপক্ষ ও দোকান-মালিক সমিতির সাথে সমঝোতাপত্র স্বাক্ষরের উদ্যোগও চলমান থাকবে। সেই সাথে বিদ্যমান বিধানাবলীর আওতায় পলিথিন শপিং ব্যাগের বিক্রয় বিপণন, মওজুদ বিতরণ অথবা বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে পরিবহন বা ব্যবহারের বিরুদ্ধেও পরিবেশ অধিদপ্তরের ভ্রাম্যমাণ আদালত ও অভিযান পরিচালনা অব্যাহত থাকবে।
- ইট প্রস্তুত ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩ অনুযায়ী দেশের ইটভাটাসমূহকে পরিবেশবান্ধব ইটভাটায় রূপান্তরের লক্ষ্যে পরিবেশ অধিদপ্তরের কার্যক্রম জোরদার করা হবে।
- জাতিসংঘের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা, ২০১১-২০২০ অনুযায়ী জাতীয় জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা সংশোধন ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। জাতীয় জীবনিরাপত্তা পরিকাঠামো বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিস্তারিত কর্মসূচি গৃহীত হবে।
- জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলায় বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা, ২০০৯ অনুযায়ী বিস্তৃত অভিযোজন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হবে।
- পরিবেশ অধিদপ্তরের পরিবেশগত ছাড়পত্র বা ছাড়পত্রের নবায়নের লক্ষ্যে খাত-ভিত্তিক পুনরীক্ষণ প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকবে।
- পরিবেশ অধিদপ্তরের পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন সংক্রান্ত নির্দেশিকা হালনাগাদ করা হচ্ছে। বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ খাতের জন্য পৃথক পৃথক পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন সংক্রান্ত নির্দেশিকা জারি করা হবে। এ নির্দেশিকায় পরিবীক্ষণ ও পরিদর্শনের জন্যও সুনির্দিষ্ট নির্দেশাবলী লিপিবদ্ধ থাকবে।
- পরিবেশ অধিদপ্তর হতে যে সকল প্রতিষ্ঠান, প্রকল্প বা স্থাপনার অনুকূলে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করা হয়েছে, তার পূর্ণাঙ্গ ডাটা-বেইস সংরক্ষণ করা হচ্ছে এবং এ ছাড়পত্র প্রদানের প্রক্রিয়া নিয়মিতভাবে নিরীক্ষিত হবে।
- দেশের পরিবেশ ও প্রতিবেশ রক্ষার লক্ষ্যে দীর্ঘমেয়াদী উদ্যোগ হিসেবে পরিবেশ অধিদপ্তর প্রয়োজনীয় তথ্য ও উপাত্তের ভান্ডার গড়ে তুলবে।

পরিবেশ অধিদপ্তরের ঢাকা মহানগর কার্যালয়ের চতুর্থ বার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত সভায় পরিচালক কর্তৃক মহাপরিচালক সমীপে পরিবেশগত ছাড়পত্র সংক্রান্ত তথ্যপত্র উপস্থাপন

সমাপনী

উন্নয়নের নিরবচ্ছিন্ন ধারা- শিল্পায়ন, কৃষির রূপান্তর, প্রাকৃতিক ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস, প্রযুক্তিগত পরিবর্তন, নগরায়ন, জনসংখ্যাগত চ্যালেঞ্জ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপতা বাংলাদেশের পরিবেশগত চিন্তা ও কাজকে অভাবিতভাবে প্রভাবিত করছে। পরিবেশ ও উন্নয়নের মধ্যে ভারসাম্য প্রয়োজন এবং এ কারণে পরিবেশ অধিদপ্তর এ ভারসাম্য রক্ষায় প্রহরীর ভূমিকা পালন করছে। দেশের জলাভূমিগুলো কেউ গ্রাস করুক অথবা নদী বা হ্রদ দূষিত হউক, এটি প্রত্যাশিত নয়। ভূগর্ভস্থ জলস্তর সংকুচিত হউক, কিংবা কেউ অরণ্য নিধন করুক, এমনটিও কেউ চায় না। পাহাড়গুলো কাটা বা মোচন করা হউক, এমনটি যেমন প্রত্যাশিত নয়, তেমনি জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক ফলাফল তীব্রতর হয়ে উঠুক, এটিও কাঙ্ক্ষিত নয়। এ বিবেচনায় সাংগঠনিক শক্তি আহরণ এবং পরিবর্তনের ধারার লালন পরিবেশ অধিদপ্তরের জন্য অপরিহার্য।

পরিবেশগত আইনের প্রয়োগের ক্ষেত্রে পরিবেশ অধিদপ্তরকে শক্তিমান দূষণকারীদের পক্ষ হতে প্রতিনিয়ত প্রবল বাধার সম্মুখীন হতে হয়। শিল্পপতি, আবাসন ব্যবসায়ী, ভবন নির্মাতা, ভূমিদস্যু, নদী গ্রাসকারী, অসাধু বর্জ্য ব্যবস্থাপক, এমনকি এ বাধা আসে নিষ্ক্রিয়, নির্লিপ্ত ও অথর্ব কার্যনির্বাহীদের পক্ষ থেকে। কারিগরি জ্ঞানের অভাবও বাস্তবায়ন ও আইনের প্রয়োগকে অনেক ক্ষেত্রে বাধাগ্রস্ত করে। এ কারণে যা একান্ত প্রয়োজন তা হচ্ছে সুপ্রশিক্ষিত ও দক্ষ বিশেষজ্ঞদের দ্বারা প্রতিষ্ঠানকে বিন্যস্ত করা। দৃঢ়তা, দক্ষতা এবং কাজে যাঁদের গভীর অনুরাগ রয়েছে, এমন পরিমার্জিত অভিব্যক্তির কর্মীদলই পারে কোন প্রতিষ্ঠানকে একেবারে বদলে দিতে। তবে এক্ষেত্রে তাঁদের যা প্রয়োজন, তা হচ্ছে পর্যাপ্ত সম্পদ, সুযোগ-সুবিধা ও সমর্থন। তাঁদের যে স্বাতন্ত্র্যসূচক বৈশিষ্ট্য একান্ত প্রয়োজন তা হচ্ছে দৃঢ় ইচ্ছা শক্তি, সাহসিকতা এবং স্বাধীনভাবে ও বিচারবোধের সাথে কাজ করার স্পৃহা।

পরিবেশ অধিদপ্তর এখন একটি কর্মপরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। এ পরিকল্পনায় যেমন কিছু প্রত্যাশিত পদক্ষেপ রয়েছে, তেমনি রয়েছে পথচিহ্ন ও কাজের পর্যায়ক্রম। এ কর্মপরিকল্পনার লক্ষ্য সাফল্য, উদ্ভাবনশীলতা ও ফললাভ। দলগত কাজের মাধ্যমে লক্ষ্য অর্জন এ কর্মপরিকল্পনার বিশেষ দিক। দলের মধ্যে যাঁদের ভূমিকা প্রবর্তক ও পথিকৃতের, তাঁরাই এ পরিকল্পনাকে রূপায়িত করবে। দলের সদস্যরা অভিনব ধারণার অবতারণা করবে এবং এ ধারণা থেকে সূচিত হবে কাজের প্রবাহ। কাজের প্রবহমান ধারায় যুক্ত হবে নব ধারা, নব প্রাণ।

বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০১৫ উপলক্ষে আয়োজিত শিশু-কিশোর চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় শিশুদের মধ্যে মহাপরিচালক ও বিচারকবর্গ

পরিবেশ অধিদপ্তরের কার্যালয়সমূহ

পরিবেশ অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়

পরিবেশ অধিদপ্তর
পরিবেশ ভবন
ই/১৬ আগারগাঁও, শের-ই বাংলা নগর
ঢাকা ১২০৭, বাংলাদেশ
ফোন: ০২-৮১৮১৮০০
ফ্যাক্স: ০২-৮১৮১৭৭২
ইমেইল: dg@doe.gov.bd
ওয়েবসাইট: www.doe.gov.bd

গ্রিন বিল্ডিং হিসেবে নির্মীয়মাণ
পরিবেশ অধিদপ্তরের নতুন ভবনের নকশা

পরিবেশ অধিদপ্তরের সিবিএ-ইসিএ প্রকল্পের মাধ্যমে হাকালুকি হাওরে জলাভূমির বন সৃজন ও সংরক্ষণ

পরিবেশ অধিদপ্তরের মহানগর/বিভাগীয়/আঞ্চলিক কার্যালয় ও গবেষণাগার

ঢাকা মহানগর অফিস পরিবেশ ভবন ই/১৬ আগারগাঁও শের-ই বাংলা নগর, ঢাকা ১২০৭ ফোন: ০২-৮১৮১৭৮৯ dhakametro@doe.gov.bd	**ঢাকা আঞ্চলিক কার্যালয়** পরিবেশ ভবন ই/১৬ আগারগাঁও শের-ই বাংলা নগর, ঢাকা ১২০৭ ফোন: ০২-৮১৮১৭৯৪ ফ্যাক্স: ০২-৮১৮১৭৯৫ dhaka@doe.gov.bd **ঢাকা আঞ্চলিক কার্যালয়ের অধীনে** ৯টি জেলা অফিস: ঢাকা, গাজিপুর, নারায়ণগঞ্জ, নরসিংদী মানিকগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ, ফরিদপুর, ময়মনসিংহ টাঙ্গাইল, চাঁদপুর, কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া	**চট্টগ্রাম মহানগর অফিস** পরিবেশ ভবন জাকির হোসাইন সড়ক খুলশী, চট্টগ্রাম ৪২০২ ফোন: ০৩১-২৫৬৬৬৯৬ chittagongmetro@doe.gov.bd	**চট্টগ্রাম আঞ্চলিক কার্যালয়** পরিবেশ ভবন জাকির হোসাইন সড়ক খুলশী, চট্টগ্রাম ৪২০২ ফোন: ০৩১-৬৫৯৩৭৯ ফ্যাক্স: ০৩১-২৫৬৬১৭১ chittagong@doe.gov.bd **চট্টগ্রাম আঞ্চলিক কার্যালয়ের অধীনে** ৭টি জেলা অফিস: চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, ফেনী, নোয়াখালী
রাজশাহী বিভাগীয় কার্যালয় পরিবেশ ভবন নিশিন্দারা, বগুড়া-৫৮০০ ফোন: ০৫১-৬০৮১০ ফ্যাক্স: ০৫১-৬৫৪৬৩ rajshahi@doe.gov.bd **রাজশাহী বিভাগীয় কার্যালয়ের অধীনে** ২টি জেলা অফিস: রাজশাহী, রংপুর	**খুলনা বিভাগীয় কার্যালয়** পরিবেশ ভবন বয়রা, খুলনা-৯০০০ ফোন: ০৪১-২৮৫০১২১ ফ্যাক্স: ০৪১-২৮৫০১৯০ khulna@doe.gov.bd **খুলনা বিভাগীয় কার্যালয়ের অধীনে** ৩টি জেলা অফিস: যশোর, কুষ্টিয়া, বাগেরহাট	**সিলেট বিভাগীয় কার্যালয়ম** বিভাগীয় পর্যায়ের বহুতল অফিস ভবন (৫ম তলা), আলমপুর সিলেট-৩১০০ ফোন: ০৮২১-৮০১২২ ফ্যাক্স: ০৮২১-২৮৩০২৭৮ sylhet@doe.gov.bd	**বরিশাল বিভাগীয় কার্যালয়** ৩৯৩ ফকিরবাড়ি সড়ক উরিশাল-৮২০০ ফোন: ০৪৩১-২১৭৭৫১৩ ফ্যাক্স: ০৩৪১-২১৭৬১৩৮ barisal@doe.gov.bd
	ঢাকা বিভাগীয় গবেষণাগার পরিবেশ ভবন ই/১৬ আগারগাঁও শের-ই বাংলা নগর, ঢাকা ১২০৭ ফোন: ০২-৮১৮১৭৯৬ dhakalab@doe.gov.bd	**চট্টগ্রাম বিভাগীয় গবেষণাগার** পরিবেশ ভবন জাকির হোসাইন সড়ক খুলশী, চট্টগ্রাম ৪২০২ ফোন: ০৩১-২৫৬৬৩৪৪ chittagonglab@doe.gov.bd	

পরিবেশ অধিদপ্তরের সিবিএ-ইসিএ প্রকল্পের মাধ্যমে কক্সবাজারের নুনিয়ারছড়ায় সৃজিত ও সংরক্ষিত ম্যানগ্রোভ

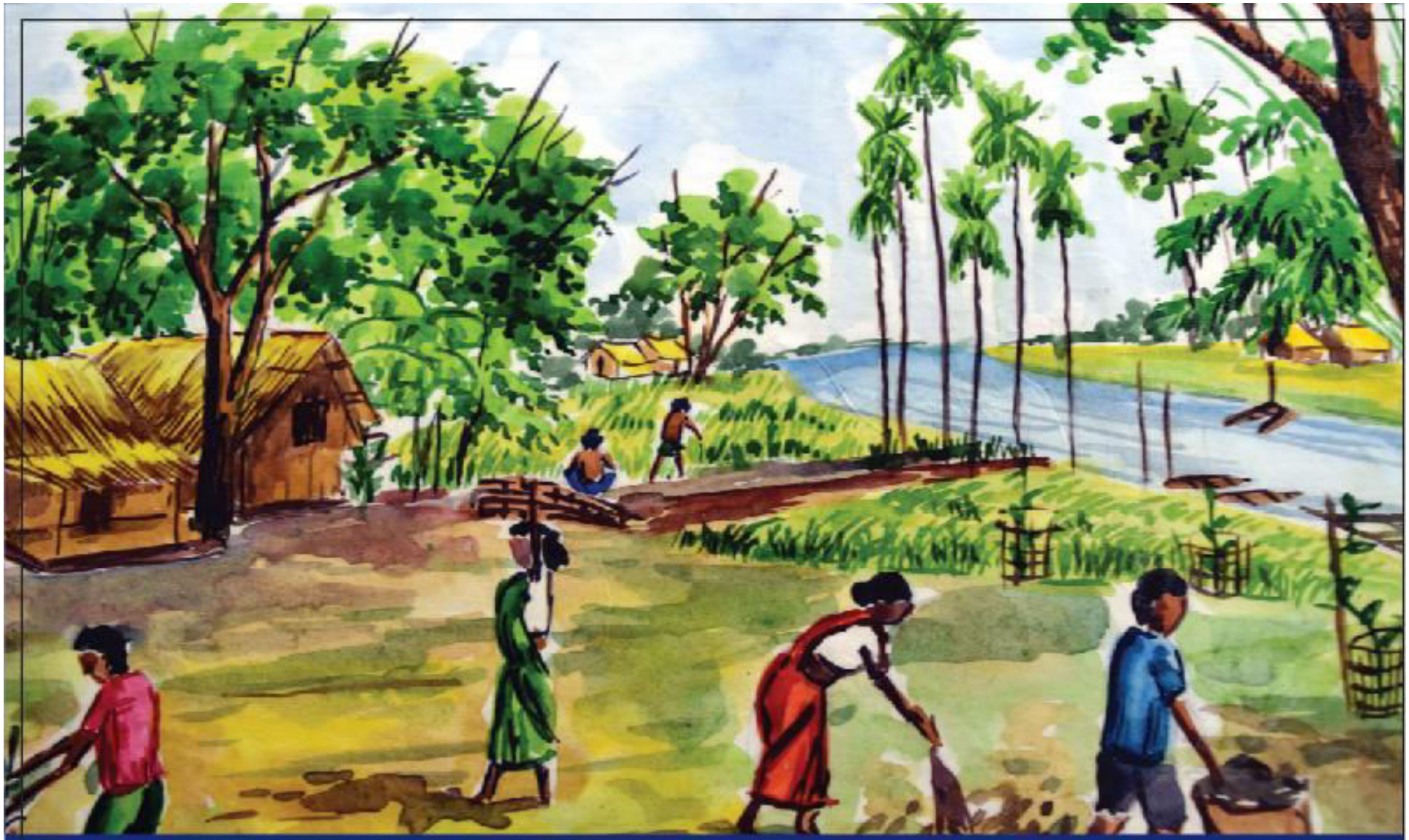

পরিবেশ অধিদপ্তর

ই/১৬, আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ।
ফোন: ৮৮ ০২ ৮১৮১ ৮০০, ফ্যাক্স: ৮৮ ০২ ৮১৮১ ৭৭২
ওয়েব সাইট: www.doe.gov.bd, ই-মেইল: dg@doe.gov.bd, ফেইসবুক: facebook.com/doebd